দেশে দুই লাখ ছাড়াল করোনা রোগীর সংখ্যা

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৭০৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়াল। এখন মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখ দুই হাজার ৬৬ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৪ জন। এনিয়ে দেশে মোট মারা গেলেন দুই হাজার ৫৮১ জন।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৯২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৩৭৩ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ১০ হাজার ৯৮ জন।

গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্তে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৩,৪৬০টি। এরমধ্যে নতুন শনাক্ত হয়েছিলেন ৩,০৩৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ১,৯৯,৩৫৭ জন। আর গতকাল আরও ৫১ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫৪৭ জন। এছাড়া গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১,৭৬২ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৭২৫ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সূত্র- কালের কণ্ঠ

প্রবল স্রোতে ফেরি চলাচল ব্যহত, পাটুরিয়ায় যানবাহনের সারি

মানিকগঞ্জের পদ্মা-যমুনায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে যমুনা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ পথে ফেরি চলাচলে সময় লাগছে দ্বিগুণ। ফলে উভয় ঘাট পারে যানবাহনের দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নির্ধারিত নৌ-পথ দিয়ে ফেরিগুলো চলাচল করতে পারছে না। স্রোতের বিপরীতে চলাচলে ফেরিগুলোর সময়ও বেশী লাগায় ট্রিপ সংখা কমে গেছে অনেক। ফলে পাটুরিয়া প্রান্তে দীর্ঘ হচ্ছে যানবাহনের সারি। ভোগান্তিতে পড়েছে আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রী, চালক ও শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ অভ্যান্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)’র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. জিল্লুর রহমান জানান, নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে ফেরি চলাচলে দ্বিগুণ সময় লাগছে। এছাড়া ফেরি স্বল্পতাও রয়েছে এ নৌবহরে। অপরদিকে মাওয়া-কাওড়াকান্দী রুটের গাড়ি এ পথে আসায় যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি জানান, পাটুরিয়া-দৌলতাদিয়া নৌপথে ১৮টি ফেরির মধ্যে মাত্র ১২টি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে। যে কারণে পাটুরিয়া ঘাটে যানবাহন পারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই নৌরুটে ফেরির সংখা বাড়ানো না হলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারন করতে পারে। তবে ফেরি বাড়লে কোন সমস্যা থাকবে না।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স!

করোনার প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। ভাঙতে বসেছে বেশ কিছু অবকাঠামো। যথাযথ দেখভালের অভাবে এমনটি হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় অনেকেই। গত ২৬ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়।

এরপর থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুজিবনগরসহ মেহেরপুরের সবকটি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসন। যা এখনও চলমান রয়েছে। আসন্ন ঈদ-উল আযহাতেও বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে এবং ঠিক দেখভালের অভাবে সৌন্দর্য হারিয়েছে বেশ কিছু অবকাঠামো।

বিশ্বের দীর্ঘতম মানচিত্রের চারিপাশের লাইটের বক্স প্রায় সব গুলো ভাঙ্গা। আবার কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানিতে ময়লার স্তুপ জমে আছে। পরিচর্যা নেই বাগানটিতেও। অযন্ত অবেহেলায় পড়ে আছে বেশ কিছু মৃত গাছ। সেই সাথে পুরো বাগানজুড়ে আগাছাই ভরপুর। এছাড়াও কমপ্লেক্সের ভিতরে মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও জমেছে হাটু পানি।

মুজিবনগরের স্থানীয় কয়জন ব্যক্তি জানান, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে অসাধু কিছু মানুষের আনাগোনা থাকে মুজিবনগরে। তারাই মূলত এইসব লাইটের বক্স গুলো ভেঙেছে। কয়েকজন আনছার সদস্য পর্যবেক্ষণে থাকলেও তাতে কোন লাভ হয়না। ১৭ এপ্রিল আসলেই মুজিবনগর সুন্দর ভাবে সাজানো হয়। আর ১৭ এপ্রিল শেষ হয়ে গেলে আগের মতই হয়ে যায়। কিন্তু মুজিবনগরের সুনাম ধরে রাখতে সারা বছরই কমপ্লেক্সটা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর সৃতিসৌধ পরিচর্যাকারী সুভাস মল্লিক জানান, মুজিবনগর কমপ্লেক্স বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই জায়গাটি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে রাখা দরকার। কারণ এখানে দূর-

দূরান্ত থেকে পর্যটক আসে। এই জায়গাটি অপরিষ্কার থাকলে নিজের কাছেও খারাপ লাগে।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ নিরাপত্তায় থাকা আনসার ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার জানান, গতবছর ১৭ এপ্রিলের সময় মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ লাইটিং সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু ১৬ এপ্রিল বিশাল এক ঝড়ে সবকিছু ভেঙে এলোমেলো হয়ে যায়। তার পরে কিন্তু এই বছর করোনার কারণে সেইভাবে ১৭ এপ্রিল পালিত হয়নি। তাই সেভাবে মেরামত করা হয়নি। তবে এই বছরে গণপূর্ত থেকে মানচিত্রের দেয়ালে থাকা বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে সারানোর জন্য বাল্ব খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান না হওয়ায় পরবর্তিতে সেগুলো লাগানো হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি বলেন, এখানে দেখভালের জন্য একটাও লোকবল এখন নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আমি উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করার পর কিন্তু উপজেলা পরিষদ থেকে লেবার দেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পরিষ্কার করে আসছি। তাছাড়া করোনার কারণে সেভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। তবে আবার নতুন করে কমপ্লেক্স খুলে দেওয়া হলে সুন্দর ভাবে কমপ্লেক্সটি পরিষ্কার করা হবে। আর বাল্ব এর যে বিষয়টি আছে। সেগুলোর দায়িত্ব কিন্ত গণপূর্তর। আমি গণপূর্ত বিভাগের সাথে কথা বলবো যেন নতুন করে ভেঙে যাওয়া বাল্বগুলো আবার লাগানো হয়।

তবে ১৭ এপ্রিলের আগে সেগুলো লাগানো হয়েছিলো। ১৭ এপ্রিলের পর হয়তো বাল্বগুলো কেটে গিয়েছে কিংবা যেভাবেই হোক চুরি হয়ে যেতে পারে। আর এগুলো নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমাদের ৪০ জন আনসার ব্যাটেলিয়ন আছে। আমি তাদের সাথেও কথা বলবো যাতে করে নিরাপত্তা যেন আরও জোরদার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই

সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও দুস্থদের মাঝে সাহায্য প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” সংস্থার উদ্বোধন করা হয়। সেই সাথে গরীব ও দুস্থ মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ‘পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন’র সভাপতি মোঃ রাজিব হাসান, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, ক্যাশিয়ার রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে দুইটি গরীব দুস্থ পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। যাতে তারা কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হতে পারে।

সভাপতি রাজীব হাসান জানান, আমাদের এই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্য করা। আমরা গরীব, দুঃখী মানুষের পাশে সব সময় থাকবো।

সংস্থাটি এগিয়ে নেয়ার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন ফাউন্ডার রাসেল হাসান,বিপুল হোসেন,ফরাদ হোসেন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে

জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

শুক্রবার (১৭ জুলাই) পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৫ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শুক্রবারে এরকম ২৪ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্রদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেছেন। তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণের উদ্ধোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে “মুজিববর্ষে” সারাদেশে এককোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের সমন্বয়ে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃক্ষরোপণ শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিলারা রহমান। এসময় তিনি নিজ হাতে জনসাধারণের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন এবং সবাই কে মুজিববর্ষে অন্তত একটি করে চারা রোপনের

আহবান জানান ।

সেই সাথে দামূড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসের পিছনের পরিত্যক্ত জায়গায় ফলজ বাগান করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার ভুমি মহিউদ্দিন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃৃৃৃন্দ।

গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মেহেরপুরের গাংনী বাজার দারুর্চ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি হাজী মহসিন আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর কমিটির নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সাথে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ২/৩ জন অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে নতুন কমিটিকেই দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নতুন কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কমিটির অন্যান্য পদের সদস্যরা হলেন: সহ-সভাপতি হাজী আলফাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবু, কোষাধ্যক্ষ হাজী আবুল বাশার, সদস্য হাজী হাসানুজ্জামান, হাজী হাফিজুর রহমান মানিক, রবিউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, হাজী জাহিদুল ইসলাম, হাজী আসাদুল আলম খোকন, ফজলুর রহমান, আনারুল ইসলাম বাবু ও সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা পুলিশের সেকেন্ড অফিসার এসআই হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমাম রুহুল আমিন, মোয়াজ্জিন ইউসুফ আলীসহ প্রায় ৩ শতাধিক মুসল্লীগন উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিধি না মানাই পথচারীসহ দোকানে জরিমানা

সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে শারীরিক দূরত্ব বজায় না রাখা ও মাস্ক না পরায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে পৃথক পৃথক ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। ১১ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই মসলেম উদ্দীন প্রমুখ।

অপরদিকে আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।ভ্রাম্যমাণ পরিচালনায় দুই ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধারায় ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার রুমানা আক্তার সহ একদল আনসার সদস্য।তিনি পথচারীদের সতর্ক করে বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

জনস্বার্থে ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ না থাকায় বিপাকে সাধারন মানুষ

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। নদীর ওপর ব্রিজ না থাকায় বিভক্তি করে রেখেছে গাংনী পুর্বাঞ্চল ও গাড়াবাড়িয়ার হিতিমপাড়ার পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। এতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করতে যেমন সমস্য তেমনি সমস্যা ওপারের কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পন্য শহরে আনতে। ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রীজ নির্মানের আশায় বুক বেঁধে আছেন দ’◌ুপারের ভুক্তভোগী হাজারো মানুষ।

মেহেরপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ভৈরব। ফানডেন ব্রো ১৬৬০ সালের দিকে তাঁর নকশায় দেখিয়েছেন-জলাঙ্গী ও চন্দরা নামে যে দুই সহোদরা প্রমত্তা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে, তারই একটি শাখা নদী জলাঙ্গী (পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত) একদা ভৈরব নামে চুয়াডাঙ্গার নিচ দিয়ে প্রবেশ করে যশোর খুলনার ভেতর দিয়ে গড়াই প্রবাহের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে ভৈরব। তেমনি ভাবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী।

বিভিন্ন সরকারের আমলে বিবিন্ন সময় জনদুর্ভোগ লাঘবে ব্রিজ নির্মাণ করা হলেও প্রাচীন কাল থেকেই সমস্যা জর্জরিত গাড়াবাড়িয়া- হিতিমপাড়া ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। চৈত্র-বৈশাখের দিকে পানি কমে গেলেও আষাড়ের শুুরুতেই পানিতে টৈই-টুম্বুর হয়ে ওঠে ভৈরব নদী। এ ভৈরব নদী তার নিজস্ব গতিতেই বহমান। কিন্তু মেহেপুর জেলার গাংনী উপজেলার পুর্বে এবং পশ্চিমের অর্ধশত গ্রামকে বিভিক্তি করে রেখেছে।

এলাকাবাসী জানায়, গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীর ওপর দিয়ে নৌকা ও বাঁশের সাঁকোই পারাপার হতে হয় অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে।

হিতিমপাড়া,ষোলমারি,শুভরাজপুর,কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ অন্তত দশ গ্রামের মানুষকে প্রতিনিয়িত মেহেরপুর জেলা শহর ও গাংনী উপজেলা শহরে যাতায়াত করতে হয়।

এছাড়াও ওপারের গাড়াবাড়িয়া,কালিগাংনী,ধলা,নওপাড়া,ভিটাড়াপাড়া,কুরবাড়িয়া এলাকার মানুষের নদী ওপারে কৃষি জমি থাকায় আবাদ করতে যেতে হয় তাদের। কৃষি জমির উৎপাদিত ফসল ঘরে আনতে পড়তে হয় নানা বিপাকে। বাঁশের তৈরী সাঁকো কিংবা নৌকাতে বহনকৃত কুষিপন্যে খরচ হয় দ্বি-গুন। অনেক কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসল বহন করে শহরে নিয়ে আসতে বাড়তি খরচ ও বাড়তি ঝামেলা ভেবে কম মুল্যে স্থানীয় বা বহিরা গত ফড়িয়াদের মাধ্যমে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক জমির মালিক আবাদ করতে না পেরে কম মুল্যে জমি ইজারা দিয়ে দেন অথবা আবাদ না করেই ফেলে রাখেন।

রামদাসপুর গ্রামের ইউসুব আলী জানান,নদী ওপারের জমি সবজি আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। অনেক দামী সবজি ফসর উৎপাদন হয় কিন্ত পরিবন ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর এক কৃষক গোলাম হোসেন জানান, গাড়াবাড়িয়া ঘাঁট দিয়ে বাঁশের সাঁকো অথবা নৌকা যোগে কৃষিপন্য বহন করা খবই কস্টসাধ্য ব্যাপার তাই আবাদ করে কমমুল্যে বিক্রি করে দিতে হয় আমাদের কষ্টেঅর্জিত ফসল।

স্থানীয় গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা হিজরুল ইসলাম জানান, নদীর ওইপারে রামদাসপুর গ্রামে আমার জমি আছে,কৃষিপন্য পরিবহনে অনেক ঝামেলা তাই সে জমি মাত্র কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ওপারের মানুষকে ইজারা দিয়ে এসেছি। গাড়াবাড়িয়া খেয়া ঘাঁট দিয়ে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী তাদের দির্ঘদিনের।

এ গ্রামের কৃষক হারুন আলী জানান, আমার জমিতে বর্ষা মৌসুমে উঠতি ফসলের আবাদ ছেড়ে দিয়েছি। শুধু মাত্র চৈত্রের আবাদ করি। গাড়াবাড়িয়ার প্রবীণ শিক্ষক জোয়াদ আলী জানান, শুকনা মৌসুমে বাঁশের সাঁকো –আর বর্ষাকালে নৌকা হচ্ছে দুপারের মানুষের ভরসা। ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষায় স্কুলে আসতে ভয় পাই।

সরকার ও স্থানীয় জন-প্রতনিধিদের কাছে শতশতবার আবেদন করেও দু’পারের মানুষের ভাগ্য বদলাইনি। নদীপারে দাঁড়ালে মনে হয় একটি ব্রীজ দু’পারের মানুষকে বিভক্তি করে রেখেছে। নৌকার মাঝ বা সাঁকো নির্মানকারিকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা।

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসেন জানান,গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ঘাঁটে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সরকারের কাছে সংসদ সদস্যর মাধ্যমে দাবী করেছি ব্রিজ নির্মাণের জন্য।

তিনি আরো বলেন,ওপারে আমারও জমিজমা আছে সেখানে আবাদ করতে যেমন কস্ট হয় তেমনী পরিবহন খরচ পড়ে দ্বিগুন। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, আমার ইউনিয়ন হিসাবে ব্রিজ নির্মাণের জন্য তদবীর চালিয়ে যাচ্ছি। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এ বিষয়নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন জনগনের দাবী মেটানোর জন্য।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন,আমার নির্বাচনী এলকা গাড়াবাড়িয়া-ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রজি নির্মাণ অতিবজরুরী। আমি উক্ত স্থানে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দাবী উত্থাপনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবে ব্রিজ নির্মাণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

এতে যা করার এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিজ নির্মাণ সম্ভব সে প্রক্রিয়াতেই গাড়াবাড়িয়া ও হিতিমপাড়া অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুুরুন হবে।

জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে

বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।